

৫৫: দ্ব্যস্তক বনাম পরিত্রাশা

অধিকাংশ আমেরিকাবাসী মনে করে, এই নববিশ্বধামে তৃতীয়বিশ্বের উদ্ধারকার্যের যাবতীয় দ্বায়িত্ব যীশু আমেরিকার কাঁধে সঁপেছেন। দেশের মিডিয়াও সেই প্রচারটাই করে (আবেগপ্রবন সাম্রাজ্যবাদ-আমেরিকাবাসীর ট্যাক্সের টাকায় যে অনুদান ঘোষিত হয়, সেই টাকায় মুনাফা লোটে কিছু বহুজাতিক সংস্থা)। দেশে দেশে কায়েম হয় আমেরিকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষাকারী বন্ধাহীন একনায়কতন্ত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, গত পঞ্চাশ বছরে আমেরিকা যে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নাই। রোমান, অটোমান এবং বৃটীশরা দুই শতাব্দব্যাপী যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের সাম্রাজ্য। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়, আমেরিকা যেখানেই যুদ্ধ করেছে-ইতিহাস বলছে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, বলিভিয়া ! কি আশ্চর্য্য, সেই ভিয়েতনাম যেখানে আমেরিকা পাইকেরী হারে মানুষ মেরেছে, এখন আমেরিকার পায়ে মাথা রাখতে পারলে কৃতার্থ হয়। উত্তরকোরিয়া বা ইরানের মত খুনী একনায়কতন্ত্রী দেশ ছারা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য একটি দেশও পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধ ছারাই কি করে সম্ভব হল পৃথিবীর ইতিহাসের এই বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ?

দুভাবে এটা হয়েছে। প্রথমে আসব আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য কিভাবে একটি দেশকে তাবেদারে পরিনত করে। বেশীদূর যেতে হবে না, হাতের সামনেই আছে পাকিস্থান। এটি বিকৃত পুঁজির চক্র। এই নিয়েই আলোচনা হবে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয়টি সুস্থ পুঁজি বা মুক্ত বানিজ্য। পৃথিবীর প্রায় ৯০% নিত্য নতুন আবিষ্কার-কম্পুটার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, নিত্যনতুন চিকিৎসা এবং ঔষধের পিতৃভূমি এই আমেরিকা। আবিষ্কারকে অন্য কোনদেশ এত গুরুত্ব দেয় না(জার্মানী এবং জাপান ব্যতিক্রম)। ফল হল এই যে, এই সব বহুজাতিক কোম্পানীগুলি, তৃতীয় বিশ্বের মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা আরো বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। এতে আপত্তির কিছু দেখি না। কারণ ইনফোসিস, উইপ্রো না হলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং মেধাসম্পদ কিছু ফরেদার ব্যবসায়ীর ক্লার্কের কাজ করত। তার বদলে, তারা এখন পৃথিবী ঘুরছে। নানান নতুন প্রযুক্তি শিখছে। দেশে একটি সুস্থ পুঁজি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-শ্রমিক তৈরী হয়েছে। এর নীট ফল, নিত্যনতুন গবেষণায় আমেরিকান পুঁজি (Venture capitalist), নিজেদের দেশে তাদের বিনিয়োগ ৩০% হারে কমাচ্ছে। ভারতে গবেষণা ভিত্তিক নতুন কোম্পানীতে তাদের বিনিয়োগ এই বছরে প্রায় ৯০০ মিলিয়ান ডলার, যা ২০০০ সালের তুলনায় প্রায় ১৪ গুন বেশী। শুধু তাই নয়, বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানীগুলি ভারতকেই ভবিষ্যতের গবেষণাগার বলছেন। গত দুই বছরে

ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ চাকরী সৃষ্টির সাথে আমেরিকান পুঁজির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

আবার এখানেই সমস্যা। ১৯৭৭ সালে কোকোকলা কোম্পানীকে গলা ধাক্কাদিয়ে বার করে দিয়েছিল, জনতা সরকার। ২০০২ তে আমরা কি দেখলাম? দিল্লীতে কোকোকলার পানীয়ে অত্যাধিক সেলেনিয়াম পাওয়া গেল-যা এক ধরনের অজৈবিক বিষ। সরকার কোন স্টেপই নিল না! বামপন্থীরা ইরাক, ভিয়েতনাম নিয়ে এতো গলা ফাটান তারাও চুপ। কেন? আমেরিকার বিনিয়োগ! ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির নিয়ামক সংস্থা ন্যাসকমের সভাপতি কিরন কার্নিক দেশের কর্নাধারদের জানালেন, দেশের লোক যা খুশী বিস্ফোভ করুক, সরকার যেন কোন আমেরিকা বিরোধী স্টেটমেন্ট ইস্যু না করে! সফটওয়্যারের ৯০% রফতানী আমেরিকায়-সেটা যেন সরকার খেয়াল রাখে। ২০০২তে, আই বি এম, উইপ্রো কলকাতায় সবে জমি নিয়ে ১০,০০ কর্মী নিয়োগ করবে বলে কাজ শুরু করেছে। একটিও প্রতিবাদ বেরোলোনা 'বামপন্থী' মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে! ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ইনারাই আমেরিকান কনসুলেটের সামনে কোকের বোতল ভাঙতেন!

বিদেশী বিনিয়োগ বিনা দেশের অর্থনীতি ঘুরবে না এটা বিশ্বায়নের যুগে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তার মানে কি এই যে আমরা আত্মসম্মানটাও বিক্রি করে দেব? বৌবাজারের রংচং মাখা বেশ্যাদের সাথে আমাদের কি পার্থক্য রইল? পুঁজির জন্য গণিকাবৃত্তিই কি আমাদের ভবিতব্য? ক্যালিফোর্নিয়াতে দেখছি শ্রমিকদের সমস্ত দিক দিয়ে রক্ষা করা হয়। শিল্পের বিপজ্জনক স্থানগুলিতে, তিন থেকে চারটি স্তরের সুরক্ষা বন্ধনী থাকে। আর আমাদের ভাগ্যে প্রাপ্য ইউনিয়ন কার্বাইডের ভূপাল-সেলেনিয়ামপূর্ণ কোক! বাদামী চামরার লোকেদের প্রাণের দাম কি, আমেরিকার গৃহপালিত পশুদের থেকেও কম?

আপাতত যা দেখছি, এডওয়ার্ড পি লেজারের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ মেনে নিয়েছে। সবাই যদি নিজেদের আখের গোছাবে, এবং সেটাই যদি হয় যুক্তিবাদ, যেমনটা লেজার বলছেন, প্রতিবাদটা করবে কে? প্রতিবাদ না থাকলে ইস্যুভিত্তিক সমাজই বা থাকে কি করে? আর এই প্রতিবাদী কঠম্বর যদি ধর্মান্ত মুসলিমরা হাইজ্যাক করে, সভ্যতার চেহারাটাই বা কি রকম দাঁড়ায়? এই নিয়ে পরের অধ্যায়ে লিখব। আপাতত অর্থনৈতিক নাশকতা কিভাবে হয়ে থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করি।

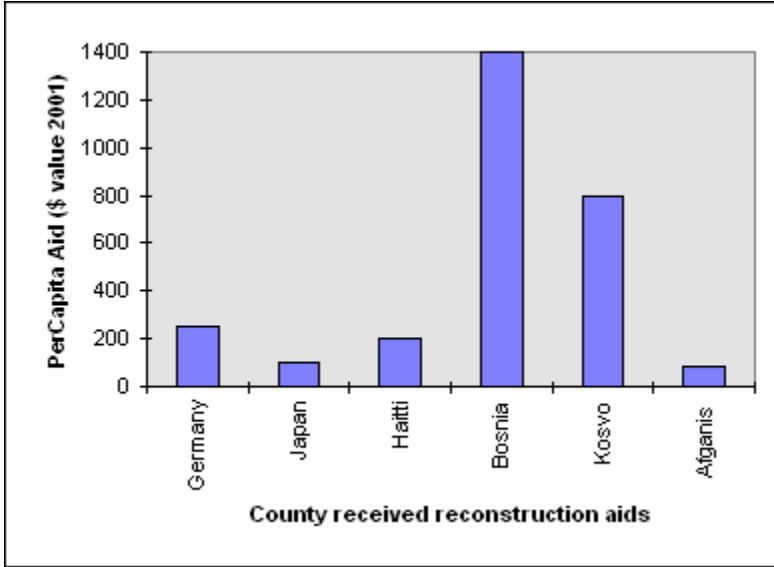
*আমেরিকার সাহায্যে দেশ গঠনঃ জার্মানি,
জাপান, হাইতি, বসনিয়া, কসভো, আফগানিস্তান এবং পানামা। একটি তুলনা
মূলক আলোচনা*

ইরাক বা আফগানিস্তানে আমেরিকার আদর্শগত শক্তিটা আমাদের বুঝতে হবে। ১৯৪৫ সালে, জার্মানী এবং জাপান বিজয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে, আমেরিকা এই দুটি দেশ দখল করে, এবং তাদের তত্ত্বাবধানে তিন বছরের মধ্যে গনতন্ত্র চালু

করে। এরপরে গত পঞ্চাশ বছরে আমেরিকা যেখানেই জার্মানী মডেল অনুসরণ করতে গেছে, সেখানেই মিলেছে ব্যর্থতা!



চিত্র ১: আমেরিকা যারে গনশ্রম কয়, কয় না সেই দেশের দোক



চিত্র ২: জার্মানী এবং জাপান নূন্যতম সাহায্য দেয়েও দেশ অবস্থার উন্নতি করেছে

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, একটি দেশ উন্নতি করবে কি না, তা সম্পূর্ণ সেই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, জার্মানী এবং জাপানে একটিও শিল্প বা বৃহৎ অট্টালিকা দাঁড়িয়ে ছিল না। কিন্তু দেশের লোকের পেটে বিদ্যা ছিল- সমাজ ছিল উন্নত। ফলে শূন্য থেকে শুরু করে মাত্র এক দশকের মধ্যে এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে পরিনত হয়। এবার পাকিস্তানকে দেখুন। মাথাপিছু পাকিস্তান সাহায্য পেয়েছে প্রায় ২৮০০ ডলার-যা জার্মানী বা জাপানের থেকেও

অনেক বেশী। কিন্তু নীট ফল কি? পাকিস্তানের কিছু পরিবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে! আর পাকিস্তানের মাদ্রাসার বন্ধ জলাশয়ে মশার মতন টেরোরিস্টের চাষাবাদ হচ্ছে! এর পেছনে কি আমেরিকার কোন ভূমিকা নেই?

এতেব পাঠক প্রথম প্রশ্ন করুন, বাংলাদেশে এত, বিদেশী সাহায্য পাচ্ছে, তার কত শতাংশ শিক্ষাখাতে দেওয়া হয়? আমেরিকা যে এত সাহায্য দিচ্ছে তার কত অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ?

আসুন তাহলে আমরা অমর্তসেনের দুটি সাক্ষাৎকার পড়ি। উনি পরিষ্কারই বলছেন শিক্ষাখাতে বিশ্বব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এবং উন্নতদেশগুলির সাহায্যের ভূমিকা নাক্সারজনক। সেন আরো জানাচ্ছেন যে, আমাদের এই দারিদ্র এবং মৌলবাদীদের তাড়বকীর্তনের মূল কারণ দেশের নিরক্ষরতা! আমি কিছু পরিসংখ্যান খুঁজছিলাম- পেলাম না। মোটামুটি কিছু অঙ্ক কষে দেখলাম, ১৬ বিলিয়ন ডলার আমেরিকান সাহায্যের মাত্র ২% যায় শিক্ষাখাতে, বাকীটা অস্ত্র এবং পরিকাঠামোগত সাহায্য। যেটা সরাসরি হ্যালিবার্টন, বেচেল, লকহীড মার্টিনের পেটে চালান হয়!

http://www.asiasource.org/news/special_reports/sen.cfm

<http://www.cis.ksu.edu/~ab/Miscellany/basiced.html>

কিভাবে কয়েম হয় আমেরিকার আধিপত্য?

John Pekins গত বছর Confession of an Economic hitman নামে একটি বই লিখেছেন। এটি নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার। ১৯৬৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি নিজেই ছিলেন CIA এর সাথে পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। ইনি কাজ করতেন চাস টি মেইন বলে একটি বহুজাতিক ব্যাঙ্কে। CIA এর সাথে সরাসরি যুক্ত এই ব্যাঙ্কের কাজ ছিল, আমেরিকার বিদেশী সাহায্যকে আমেরিকার স্বার্থে অপটিমাইজ করা। আর এই ম্যানেজ করা যদি না সম্ভব হয়? পার্কিনসের মুখেই শুনুনঃ

<http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/11/09/1526251>

"The book was to be dedicated to the presidents of two countries, men who had been his clients whom I respected and thought of as kindred spirits - Jaime Roldós, president of Ecuador, and Omar Torrijos, president of Panama. Both had just died in fiery crashes. Their deaths were not accidental. They were assassinated because they opposed that fraternity of corporate, government, and banking heads whose goal is global empire. We Economic Hit Men failed to bring Roldós and Torrijos around, and the other type of hit men, the CIA-sanctioned jackals who were always right behind us, stepped in"

এই বই দুই ম হান প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে উৎসর্গকৃত। ইকুয়াডরের প্রেসিডেন্ট জেইমস রোলডো এবং পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোস। ইনাদের সাথে কাজ করার সুবাধে, এই দুই ম হান ব্যক্তিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অন্তহীন। উভয়েই প্লেন ক্র্যাশে মারা যান। এই প্লেন ক্র্যাশ কোন দুর্ঘটনা নয়। ইনাদের খতম করা হয়েছিল কারণ ইনারা কিছু সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানীর সরকারের উপর ছরি ঘোরানো মেনে নেন নি। আমাদের মতন অর্থনৈতিক ঘাতকরা দেশপ্রেমিক

রোলডোস এবং তেরীজোসকে বাগে আনতে অসমর্থ হয়- আমি জানতাম পরবর্তী ধাপে CIA এর ঘাতকরা স্টেপ নেবে!

ইন্দোনেশিয়া, ইকুয়েডর, পামামা, সৌদি আরব, বলিভিয়া, হাইতি— একের পর এক দেশে জন পার্কিনসের মতন অর্থনীতিবিদরা সেই সব দেশের রাজনৈতিক খেলোয়ারদের বেচাকেনা করেছেন। এই সব নিয়ে জানতে হলে আপনাদের পুরো বইটাই পড়তে হবে। আমি শুধু পানামাতে কি হয়েছিল সেটা একটা উদাহরন হিসাবে পেশ করছি।

পানামা গত এক শতাব্দী ধরে আমেরিকার বিদেশনীতিতে গুরুতপূর্ণ। এর কারণ পানামা খাল-যা আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। পানামা খালের পরিকল্পনা শুরু করে ফরাসীরা-১৮৮৮ সালে। ১৯০৩ সালে পানামা ক্যানেল আমেরিকা দখল করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় শক্তিগুলির পতন হলে, আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়, সমগ্র আমেরিকা তারাই নিয়ন্ত্রন করবে। ১৯২৭ সালে সেক্রেটারী ওফ স্টেটস রবার্ট ওলডস লিখছেনঃ

"... we do control the destinies of Central America and we do so for the reason that the national interest absolutely dictates such a course. There is no room for any outside influence other than ours in this region. We could not tolerate such a thing without incurring grave risks. . . . Central America has always understood that governments which we recognize and support stay in power while those we do not recognize and support fall."

‘আমেরিকা মহাদেশের প্রতিটি সরকার আমেরিকার অনুগত না হলে, আমরা তাদের বরদাস্ত করব না। এই মহাদেশে আর কোন বিদেশী শক্তি বরদাস্ত করা হবে না--‘



চিত্র ৩: পানামা ক্যানেল ১৯১৪ মাদ

আজ ২০০৫ সালেও আমেরিকার 'ল্যাটিন আমেরিকা' নীতি একটুও বদলায় নি!

১৯৬৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ওমর তেরিজো। দাবী করেন পানামা ক্যানাল, আমেরিকার হাত থেকে পানামার হাতে দিতে হবে। সে দাবী মেটে ১৯৭৭য়ে -৭৭ সালে পানামার সাথে আমেরিকার বিখ্যাত পানামা ক্যানেল চুক্তি হয়। ঠিক হয় ১৯৯৯ সালে, পানামা ক্যানেল, পানামাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তেরিজো স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন- কমুনিউস্টদের সাথে কোন ভাবেই কোন সখ্যতা ছিল না। রেগন এই স্বাধীনচেতা গননায়ককে মানতে পারেন নি-১৯৮১ সালে দাবি করে বসলেন, এল সালভাদর এবং নিকারাগুয়ার কমুনিউস্ট গেরিলাদের ঠান্ডা করতে পানামাতে আমেরিকা বেস বানাতে চায়। তেরিজো মানেন নি-প্লেন ত্র্যাশ করিয়ে তাকে মেরে ফেলা হল। নেপথ্যের নাটক কি ছিল সেটা পাঠক জন পার্কিনসের কাছ থেকে শুনুনঃ



চিত্রঃ প্রেসিডেন্ট তেরিজো - CIA এর হাতে মারা যান ১৯৮১ সালে

Omar Torrijos, the President of Panama. Omar Torrijos had signed the Canal Treaty with Carter much -- and, you know, it passed our congress by only one vote. It was a highly contended issue. And Torrijos then also went ahead and negotiated with the Japanese to build a sea-level canal. The Japanese wanted to finance and construct a sea-level canal in Panama. Torrijos talked to them about this which very much upset Bechtel Corporation, whose president was George Schultz and senior council was Casper Weinberger. When Carter was thrown out (and that's an interesting story--how that actually happened), when he lost the election, and Reagan came in and Schultz came in as Secretary of State from Bechtel, and Weinberger came from Bechtel to be Secretary of Defense, they were extremely angry at Torrijos -- tried to get him to renegotiate the Canal Treaty and not to talk to the Japanese. He adamantly refused. He was a very principled man. He had his problem, but he was a very principled man. He was an amazing man, Torrijos. And so, he died in a fiery airplane crash, which was connected to a tape recorder with explosives in it, which -- I was there. I had been working with him. I knew that we economic hit men had failed. I knew the jackals were closing in on him, and the next thing, his plane exploded with a tape recorder with a bomb in it. There's no question in my mind that it was C.I.A. sanctioned, and most -- many Latin American investigators have come to the same conclusion. Of course, we never heard about that in our country.

[আসল খেলাটা পরিস্কার। তোরিজোস বেচেল নামক বহুজাতিক সংস্থাটির তল্লিবাহক হতে চান নি। বেচেলের প্রেসিডেন্ট জর্জ সুলাজ ছিলেন রেগনের আমলে সেক্রেটারী আব স্টেটস। এতেব তেরিজোর এই স্বাধীনচেতা ভূমিকা সহ্য করেন কি করে? রেগন নিকারাগুয়া নিয়ে তেরিজোকে চাপ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকাবাসীর কাছে প্রমান করা তেরিজো আমেরিকাবরোধী। প্লেনের রেকোডারের মধ্যে গুপ্ত বোমা রেখে, তার ইহকাল সাজা করা হয়। তেরিজোকে সরিয়ে বেচেলের

কাজও সিদ্ধ হল!]

এরপরের তিন বছর পানামাতে গৃহযুদ্ধ নেমে আসে-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পজু হয় পানামা। ইন্টালিজেনস চীফ মানুষেল নরিগিয়া ক্ষমতা দখলে সক্ষম হলেন '৮৪ সালে-ইতিহাস বলছে নরিগিয়া CIA এর গুপ্তচর ছিলেন বহু বছর!

ইরাকেও পানামার পুনরাবৃত্তি হওয়ার কথা- কিন্তু গুপ্ত ঘাতক পাওয়া যাচ্ছিল না। পার্কিনের মুখ থেকেই শোনা যাক-

And the House of Saud would agree to maintain the price of oil within acceptable limits to us, which they've done all of these years, and we would agree to keep the House of Saud in power as long as they did this, which we've done, which is one of the reasons we went to war with Iraq in the first place. And in Iraq we tried to implement the same policy that was so successful in Saudi Arabia, but Saddam Hussein didn't buy. When the economic hit men fail in this scenario, the next step is what we call the jackals. Jackals are C.I.A.-sanctioned people that come in and try to foment a coup or revolution. If that doesn't work, they perform assassinations. or try to. In the case of Iraq, they weren't able to get through to Saddam Hussein. He had -- His bodyguards were too good. He had doubles. They couldn't get through to him. So the third line of defense, if the economic hit men and the jackals fail, the next line of defense is our young men and women, who are sent in to die and kill, which is what we've obviously done in Iraq.

ইরাকে বা পানামায় আমরা যেটা দেখছি, সেটা বিকৃত পুঁজি-তেল এবং রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা। এই বিকৃত পুঁজির সাথে মাইক্রোসফট বা আই বি এম এর পুঁজিকে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে।

মনে রাখবেন কোন ভিখিরী যখন আপনায় গালাগাল দেয়, আপনি তোয়াক্কা করেন না। তৃতীয়বিশ্বের 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি, আমেরিকার কাছে অনেকটা ভিখিরীর প্রলাপ। এরা কোনদিন এই ভিখিরীর প্রলাপের তোয়াক্কা করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না।

সেই জন্যই আমাদের মুক্ত বাণিজ্যের সাহায্য নিয়ে, আমেরিকার বাজার দখল করতে হবে। আমেরিকাকে ব্যবসায় টক্কর দিতে না পারলে, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ আরো বলাহীন হবে। মুক্তপুঁজির সবচেয়ে বড় গুন হচ্ছে, এ শুধুই মুনাফা চেনে। এ না চেনে আমেরিকা, না ইন্ডিয়া। এর কোন দেশ নাই। ফলে আমেরিকার সফটওয়ার শিল্পে প্রতি বছর পাঁচ লাখ ছাটাই হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে দশ লাখ লোক নিয়োগ করেছে। গত চার দশক ধরে ইন্ডিয়া 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিপাত' বলে আসছে-CNN একটি বারও কি কলকাতায় পাঁচলাখ লোকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহামিছিল দেখিয়েছে?

যেই সফটওয়ার কোম্পানীগুলো আমেরিকানদের ছাঁটাই করে ভারতমুখী হল,

CNN প্রতি সন্ধ্যায় কেতন গাইছে -"Exporting America".

পরের অধ্যায়ে আমরা মুক্ত বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

[চলবে]।